

তত্ত্বাবধায় সরকার তথা ১৪ কোটি বাংগালির প্রতি খোলা চিঠি

মো: জামিলুল বাসার

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নতুন করে দেয়া নিষ্প্রয়োজন। গণতন্ত্রের সুত্র যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি মহা জ্ঞানী এবং প্রকৃত জন সেবক ছিলেন এবং ভদ্র সমাজের জন্যই আবিষ্কার করেছিলেন; সে গণতন্ত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্বাচন কমিশনার বা দল-উপদল অথবা জোট-মহাজোটের পদতলে নিষ্পেষিত হতে পারে না।

তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই গণতন্ত্রের নামে নেতা বা দলতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত আছে। উহাতে শুধুমাত্র এক দিনের জন্য ভোটাধিকার এবং তাও ব্যক্তি ও দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকে। ভোট শেষে ভোটারদের আসা-আকাংখা তৎক্ষণাত আস্তাকুড়ে নিষ্কিপ্ত হয়; নেতা হয়ে যান শিয়াল-কুকুরের মত। মাছ-গোস্ত ছাড়া ভোটারগণ তাদের সামনে আর ভিড়তে পারেন না।

দলতন্ত্র নামক গণতন্ত্রে শুধু ভোটতন্ত্রই যথা সর্বস্ব; ইহাতে অর্থ-সম্প্রদ অর্থাৎ পেট ও পিঠের গণতন্ত্র নেই।

‘দলতন্ত্র’ অর্থই সাম্প্রদায়িক এবং দলাদলি, পরিণাম উশুঞ্জল, বিশুঞ্জল তথা রাষ্ট্রীয় অশান্তি; যা প্রকৃত গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। দলতন্ত্র গণতন্ত্রকে পথে-ঘাটে, মসজিদ-মন্দিরে, সুধা ভবন, হাওয়া ভবন ও সংসদ ভবনে অহরহ বলৎকার করছে। দলতন্ত্র করেই গণতন্ত্র, গণ অধিকার, গণ ভোট, গণ স্বার্থ শিয়াল-কুকুরের মত কামড়িয়ে-খামছিয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে কতিপয় কথিত নেতা ও দলের অধীন করে রেখেছে। ফলে জনসাধারণ পথে-ঘাটে পোকা-মাকড়ের মত অযথা জীবন দিতে হচ্ছে, জন জীবন দুর্বিসহ হচ্ছে।

উদ্ধারের পরামর্শ:

এ মুহূর্তে যে কোন দেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের উচিত সকল দল-উপদলগুলি চিরতরে অবৈধ ঘোষণা করা। দলের চাপিয়ে দেয়া মনোনয়ন আর নির্বাচন সাম্প্রদায়িক বা দলতন্ত্রেরই ধারক ও বাহক, যা প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিপন্থী। এতে প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী হয় দলিভাবে, জাতীয়ভাবে নয়। ফলে হেরে যাওয়া দল বা জনসাধারণ ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তদুপরি ঘরে-বাইরে লাঞ্চিত হতে হয়, অন্যদিকে উন্ময়ণ কর্ম-কাজ চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। ৩৫ বছরের বাংলার ইতিহাস তার উজ্জ্বল প্রমাণ। অতএব আর দেরী না করে দলতন্ত্র বয়কট করে গণতন্ত্র উদ্ধার কর।

পুজিহীন রাজনীতির ব্যবসা, ধর্ম ব্যবসা চুরী-ডাকাতী, পকেটমার, ঘুষ বা দেহ ব্যবসার চেয়েও নিকৃষ্ট এবং গুরুতর অপরাধ। কিন্তু দলতন্ত্রের কারণে সকল সময়ই এরা বিচারের উর্ধ্বে থেকে যায়। গণতন্ত্রে দলাদলি নেই। স্ব স্ব এলাকায়, স্ব স্ব দায়িত্বে, স্ব স্ব জ্ঞান-গুণ ও সেবার বদৌলতে স্বতন্ত্র নির্বাচন করবে; যারা জয়ী হবে তারাই সরকার গঠন করবে। তাতে ব্যক্তির ভোটের উপর হস্তক্ষেপ, কালো টাকার খেলা, হরতাল-হরেকতাল, ঘেরাও; মারা-মারি, খুনাখুণী, মামলা-মকদ্দমা, নির্বাচন কুক্ষিগত করা বা বানচাল ইত্যাদি যাবতীয় প্রতারণা বহু গুণে হ্রাস পেতে পারে, জনসাধারণ একটু স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলতে পারে।

সুতরাং:

১. সরকারসহ ১৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯ জন আদমকে উদ্ধাত্ত্ব আহ্বান জানাই যে, দলতন্ত্র উদ্ধারে, জনগণের দাবি আদায়ের প্রতারণা, স্বাধীনতার ফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য গায় পরে অথবা জোর করে যে সমস্ত ব্যক্তি বা দল মাঠে-ঘাটে একদিনের ভোটে ৫ বছর লুটপাটের চুক্তি করতে আসে তখন খড়ম, চপ্পল, জুতা, ছ্যাভেল যার যা আছে তাইই তাদের চেহাড়া মোবারকে নিক্ষেপ কর! !

২. ১৪ কোটি জতার জন্য অন্তত ১৪ বৎসরের জন্য শাষণ ক্ষমতা সেনা বহিনীর হাতে দাও! অন্যথায় হাতে নাও। নিম্ন বর্ণিত কোরানের আলোকে তাদের সর্ব প্রধান কাজ: দলতন্ত্রের গ্রাম পর্যায় নেতা, মোড়ল-মাতুব্বর পর্যন্ত সকল স্থাবর-অস্থাবর অতিরিক্ত সায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জনগণের পেট ও পিঠের সমতুল্য করে জনসেবার নেশা-পেশা চিরতরে ধুয়ে মুঁছে দাও। জন জীবন স্বাভাবিক হলে দল বিহীন গণতন্ত্র দাও।

--অ ইয়াছালুনাকা -- তাতাফাক্বারুন। [২: বাকারা-২১৯] অর্থ:-- লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কী তারা ত্যাগ করবে? বল! যা অতিরিক্ত। --। আরও দেখুন: ‘তোমরা অর্থ সম্পদের প্রতিযোগীতায় মৃত্যু পর্যন্ত

মোহগ্রস্থ হয়ে থাকো। আর শিখাই উহার শাস্তি ভোগ করবে-- । [১০২: তাকাছুর-১-৮]; কঠিণ শাস্তি তাদের জন্য যারা ঘরে-বাইরে পরনিন্দা করে এবং ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখে-- । [১০৪: হুমাজা: ১-৯]; -- তারা অর্থ-সম্পদ প্রতিযোগীতায় মদমত্ত-- । [১০০: আদিয়াত-১-১১]

ওরা যখন নিয়ম মাফিক পিটি-প্যারেড করে, মুরব্বিদের দেখামাত্র সেলুট করে, জাতিয় পান্তা-বিরানী, কেরোসিন-ঘি একই দামে খায়; একই কাপড় পড়ে! তখন বাকীটাও ‘ওরাই থাক!’ (হেরে যাওয়া এক প্রধান মন্ত্রির একটি ধ্রুব সত্য কিন্তু ব্যর্থ বিলাপ বটে!) তাদের মন মগজ তুলনায় উর্বর ও শৃংখলিত; তারা মাজার মেরামত করবে না, ডিগ্রী কিনবে না, স্যুট আর প্রসাধনী মাখবে না, স্বর্ণের মুকুট উপহার দেবে না; গড ফাদার লালণ করবে না। মৌলবাদ, সংখ্যা গুরু আর সংখ্যা লঘু বাক্য থাকবে না।

ওরা দেশের অর্থে, দেশের স্বার্থে জীবণ বাজি রাখা দেশেরই সন্তান। মাটির মানুষ ছেড়ে মাটি পাহারা দেয়ার স্বার্থকতা নেই! কোরান-হাদিসেও নিষিদ্ধ নেই; সুতরাং ওদের কথা শুনলেই দলতন্ত্রগুলি হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য হয় কেন? এর রহস্য কি?? ওরা কি দেশের বা মুক্তি যুদ্ধের পক্ষের দল নয়?? তাতে অন্তত হরতাল-হরেক তাল, গুম-খুণ, ঘেরাও বয়কট, ব্যবসা সংকট, অনেকটা বন্ধ হয়ে কিছুটা হলেও দৈহিক-সামাজিক নিরাপত্তা আসবে। কুকুরগুলি যেখানে সেখানে ঠ্যাং উঁচিয়ে পেশাব করতে সাহস পাবে না।

‘রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কোন কথা নেই’ (ধর্ম নীতিতে আছে)। কলেমাটির তফসির-ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়: ওরা প্রতারক, হারুত-মারুত। আর সুযোগ মত যারা ঐ কলেমাটি সমর্থন বা ব্যহার করেন, তারা হলেন স্ব ঘোষিত বৈজ্ঞানিক দালাল; এরা আরো বেশি ভয়ঙ্কর। কারণ এরাই অস্পৃশ্য কলেমাগুলি প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বিনীত

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট

ইয়ং মুসলিম সোসাইটি, কানাডা।